তারিখ ... 28 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

৩ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা

শিক্ষক ধর্মঘট প্রত্যাহার ২১ দিনের আলটিমেটাম

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঁচদিন আন্দোলন শেষে রাজপথ ছাড়লেন শিক্ষকরা। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা এ সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে সরকারকে তারা ৩ সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়ে যান। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তারা চাকরি জাতীয়করণের ব্যাপারে ঘোষণা দাবি করেছেন। তা না হলে ১৮ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন কর্মসূচিতে যাবেন শিক্ষকরা।

এদিকে শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা ও পদক্ষেপে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেছে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সত্ত্বেও শিক্ষকরা ক্লাসে যাচ্ছিলেন না। ফলে অনেক শিক্ষার্থীর কোচিংসহ লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছিল। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

এদিকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রেস ক্লাবের সামনে তারা 'মহাঅবস্থান' কর্মসূচি পালন করেন। এর বাইরে জাতীয় সংসদের স্পিকার ও আলটিমেটাম : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

আলটিমেটাম : ২১ দিনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্যদের স্মারকলিপি দেন তারা। অবস্থানস্থলে শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন আন্দোলনকারীরা।

এদিকে জাতীয় স্কেলে বেতনভাতার দাবিতে রোববার নতুন করে আন্দোলনে নেমেছেন ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা। এর বাইরে লাগাতার ধর্মঘট পালনকারী সরকারপন্থী শিক্ষক মোর্চা 'শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ' আজ সংবাদ সম্মেলনে তাদের অবস্থান প্রকাশ করবে। আর ধর্মঘটে না যাওয়া সরকার সমর্থক আরেকটি শিক্ষক মোর্চা 'শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট' রোববার সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ অংশটিরই নেতৃত্বে আছেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। সরকারের 'দালালি' করার কথিত অভিযোগে আন্দোলনকারী সরকারবিরোধী শিক্ষকদের আরেকটি অংশই রোববার তার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

ধর্মঘট প্রত্যাহার ও আলটিমেটাম

গত ৯ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করছে সরকারপন্থী ও বিরোধী অন্তত ৩৮টি শিক্ষক সংগঠন। এর মধ্যে ১০ জানুয়ারি ধর্মঘট শুরু করে 'শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট'। রোববার তাদের ধর্মঘটের ১৮ দিন পার হয়। আর ২৩ জানুয়ারি থেকে প্রেস ক্লাবের সামনে এই অংশটিই 'মহাঅবস্থান' ধর্মঘট শুরু করে। রোববার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন তারা সকাল ৯টায়। বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে তারা মিছিল বের করে স্পিকারকে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য। এতে নেতৃত্ব দেন অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া। কিন্তু মিছিলটি কদমফুল ফোয়ারার সামনে পুলিশ বাধা দেয়। প্রায় ১০ মিনিট পুলিশ ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলে। পরে শিক্ষক নেতা জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের স্মারকলিপি দিতে সংসদ ভবনে যান। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থিত শিক্ষক নেতা কমলকান্তি ভৌমিক, অজিত কুমার সরকার, জাসদ সমর্থিত শিক্ষক নেতা শেখ সেলিম ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষক নেতা জসিমউদ্দিন আহমেদ। স্পিকারের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন তার ব্যক্তিগত সহকারী জয়নাল আবেদীন। সমাবেশে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষকদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী অসত্য কথা বলছেন। শিক্ষকদের দাবি অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বিকাল ৩টার দিকে ধর্মঘট স্থগিত ঘোষণা করে বলেন, কাল (আজ) সোমবারও ধর্মঘট চলবে। সন্তানতুল্য এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জিম্মি রেখে তারা দাবি পূরণ করতে চান না বলেই তারা ২৯ জানুয়ারি থেকে শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাবেন। পরে সরকারকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি পূরণের আলটিমেটাম দিয়ে নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেন। নতুন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার প্রতিটি উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল, ১২ মার্চ মঙ্গলবার জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল, ১১ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত ছাত্র, অভিভাবক, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি এবং ৩১ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ। এতে বাধা দেয়া হলে ১ এপ্রিল সারা দেশে হরতালের মতো কর্মসূচি দেয়ারও হুমকি দেন তারা।

শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট : এদিকে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। এতে তারা ৮ দফা দাবি ও ৭ সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি জানান। তারা বলেন, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির সরকারি সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও যে হারে তা বাড়ানো হয়েছে, তা শিক্ষক কর্মচারীদের মনঃপূত হয়নি। এ সময় তারা চাকরি জাতীয়করণের দাবিকে অবাস্তব বলে মন্তব্য করেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে ১০ কর্মপন্থা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এগুলো হচ্ছে উপজেলায় ৩০ জানুয়ারি ও জেলায় ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি সব জেলায় মশাল-মোমবাতি মিছিল, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক যৌথসভা। এভাবে ২০ মার্চ পর্যন্ত নানা কর্মসূচি রয়েছে তাদের। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের পক্ষে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ।

ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের আন্দোলন : জাতীয় স্কেলে বেতনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যপরিষদ। রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে ঐক্যপরিষদ আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মিছিল শেষে প্রেস ক্লাব চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য পরিষদ সভাপতি আলহাজ কাজী রুহুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র চলছে। যে কোন মূল্যে মঞ্জুরপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় কর্মরত সব শিক্ষকদের জাতীয় স্কেলে বেতনের দাবি সরকারকে বাধ্য করা হবে। বক্তারা বলেন, অনুদানবিহীন ৫ হাজার ৩২৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ২৬ হাজার ৬৪৫ জন শিক্ষকদের অনুদান বা বেতন ভাতা থেকে এখনও বঞ্চিত। চলতি মাসের মধ্যে তাদের এ দাবি মেনে না হলে লাগাতার কর্মসূচি দেয়া হবে বলেও সমাবেশ থেকে বলা হয়। বক্তারা অভিযোগ করেন, দেশের জনসংখ্যার চাহিদা অনুপাতে নতুন করে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্বীকৃতি পাচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ২৬ হাজার ৬৪৫ জন শিক্ষককে কোন বেতনভাতা প্রদান না করে শিক্ষামন্ত্রী সংবিধান লংঘন করে আসছেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের মহাসচিব মোঃ শামসুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি এসএম জয়নুল আবেদীন জেহাদী প্রমুখ। সমাবেশ শেষে ঐক্য পরিষদের জিয়াউল হক মৃধা, শাহজাহান মিয়া, শামীম হোসেন ও দিদার হোসেনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি : শিক্ষকদের গেজেটেড মর্যাদা প্রদানসহ ৮ দফা দাবি এপ্রিল মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। শনিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত সংগঠনের এক সভা থেকে এ দাবি ও আহ্বান জানানো হয়। সরকার ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানান তারা। বিপরীত দিকে রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো সরকারি করায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল করেছেন এসব শিক্ষক। পরে সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান বক্তারা।